যায়যায়দিন

তারিখ AUG. 04 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শতভাগ বেতন দেয়ার সঙ্গে শর্ত জুড়ে দেয়ায় নতুন জটিলতা

চাকরি জাতীয়করণের আন্দোলনে নামার হুমকি শিক্ষকদের

যাযাদি রিপোর্ট

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের শতভাগ বেতন দেয়ার ঘোষণার সঙ্গে কিছু শর্ত জুড়ে দেয়ায় নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। আন্দোলনরত শিক্ষকদের মোর্চাগুলো বলছে, শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার শর্ত আরোপ করলে তাদের চাকরিও জাতীয়করণ করতে হবে। তবে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক গতকাল সাংবাদিকদের বলেছেন, টিউশন ফি সরকারি কোষাগারে ফেরত দেয়ার শর্তে শিক্ষকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এ বিষয়ে সবার সঙ্গে আলাপ করেই একটি নীতিমালা তৈরি করা হবে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে এই টিউশন ফি ফেরত দেয়ার নির্দেশটি কার্যকর হবে না। কারণ এ বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করতে বেশ সময় লাগবে। এতোটা সময় জোট সরকারের হাতে নেই।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছে, শতভাগ বেতন দেয়ার ক্ষেত্রে চাপিয়ে দেয়া কোনো শর্ত মানা হবে না। শর্ত দিলে জাতীয়করণের

পৃ ১৫ ক ১

শতভাগ বেতন দেয়ার সঙ্গে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলনে শিক্ষক পরিবার রাজপথে নামবে। লিখিত বক্তব্যে জোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, ত রবিবার শিক্ষামন্ত্রী মুক্তাঙ্গনে শিক্ষক হাসমাবেশে শতভাগ বেতনের ঘোষণার ময় কোনো শর্তের কথা বলেননি। তিনি রং এক মাসের মধ্যে অন্যান্য প্রশাসনিক বি মেনে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এ ারণে শিক্ষকরা আনন্দিত। কিন্তু প্রচার াধ্যমে যেসব শর্তের বিষয় প্রকাশিত য়েছে, তা আমরা কোনোভাবেই মেনে েবো না। কোনো শর্ত চাপিয়ে দেয়া হলে করি জাতীয়করণের দাবিতে আমরা ারিবারিক শিক্ষক আন্দোলন শুরু করবো। িনি শিক্ষার্থীদের স্বার্থে দেশের সব জেলা-পজেলায় আজ থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার রে ক্লাসে ফিরে যাওয়ার জন্য শিক্ষকদের াহ্বান জানান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত লেন কাজী আবদুর রাজ্জাক, চৌধুরী ীসউদ্দিন মাহমুদ, মাওলানা এমএ লতিফ, ন্সিপাল রেজাউল করিম প্রমুখ।

ক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ঢাকা পোর্টার্স ইউনিটিতে আলাদা এক সংবাদ ম্মেলন করে ধর্মঘট অব্যাহত রেখে াগামীকাল বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ নারে মহাসমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য ক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান নিয়েছে। এতে লিখিত বক্তব্যে পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী বলেন, মূল বেতনের বিপরীতে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা, টাইম স্কেল সম্পর্কিত কোনো দাবি পূরণ না করে টিউশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার শর্ত দিয়ে সরকার শিক্ষকদের সঙ্গে চরম প্রতারণা করেছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হলেই কেবল শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে আমরা প্রস্তুত। তিনি অবিলম্বে নগদে ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে এবং প্রতিষ্ঠানের আয় সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার শর্ত প্রত্যাহার করে আবারও সব সংগঠন ও মোর্চার সঙ্গে বসে সঙ্কট নিরসনের আহ্বান জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিষদের আহ্বায়ক ড. ম. আখতারুজ্জামান, প্রদীপ চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু, শাহজাহান খান প্রমুখ।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, সরকারি ঘোষণা মূল্যায়ন ও আন্দোলনের পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য জেলা পর্যায়ের শিক্ষক-কর্মচারী প্রতিনিধিরা আজ জরুরি বৈঠকে বসবেন। ফ্রন্ট ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণাকে প্রতারণা আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বাশার-নজরুল) বলেছে, এ ঘোষণা শিক্ষক সমাজ মেনে নেবে না। ধর্মঘট অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আগামী ১২ আগস্ট শহীদ মিনারে ডাকা মহাসমাবেশ সফল করার আহ্বান জানিয়েছে তারা।

মুক্তাঙ্গনে দেয়া শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা অভিযোগ করেছেন, কওমি মাদ্রাসাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়ার উদ্যোগ জঙ্গি তৎপরতাকে উৎসাহিত করবে। গতকাল ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি সামসুল আলম সজ্জন ও সেক্রেটারি খান আসাদুজ্জামান মাসুম এক বিবৃতিতে বলেছেন, যে সময়ে মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষার মোড়কে সাম্প্রদায়িক জঙ্গি প্রশিক্ষণের বিষয়টি প্রমাণিত তখন ফাজিল ও কামিলকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমমান দেয়ার সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত জঙ্গি তৎপরতাকেই উৎসাহিত করবে। ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা শিক্ষকদের অন্যান্য দাবি উপেক্ষা করে দুই ভাগে শিক্ষকদের ১০ ভাগ বেতন বাড়ানোর ঘোষণাকে প্রতারণা বলে বর্ণনা করেন। ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করে এমন যে কোনো উদ্যোগ বন্ধ করার দাবি জানান।

কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আজ বিকাল ৫টার মধ্যে তাদের চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়ার দাবিতে গতকাল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। সমিতির মহাসচিব হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের স্মারকলিপি গ্রহণ করেন অতিরিক্ত সচিব রেজাউল কবির।